যায়যায়দিন

JUL 1 5 2006
তারিখ
পৃষ্ঠা ... কলাম

মেধাশূন্যতার কারণে যোগ্য লোকের অভাব দেখা দিচ্ছে

যাযাদি রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকরা বলেছেন, দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান মেধাশূন্যতার কারণে যোগ্য লোকের অভাব দেখা দিচ্ছে। আলোচকরা শিক্ষা খাতে দলীয়করণের জন্য সরকারকে দায়ী করেন। গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন উপকমিটি 'প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্কট ও করণীয়' শীর্ষক এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

বৈঠকে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন উপকমিটির চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারি, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মনসুর আলী, এনজিও কর্মকর্তা আহমদ আল কবীর, কমিউনিটি শিক্ষক আন্দোলনের নেতা হাবিবুল হাসান বাবলু, গণসাহায্য সংস্থার প্রধান নির্বাহী ড. মাহমুদ হাসান, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ নেতা অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদীন, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক আবদুল মান্নান এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক প্রমুখ।

বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, রাজনীতিতে মেধাবীদের অংশগ্রহণ জরুরি। সবার আগে প্রয়োজন প্রাইমারি লেভেল থেকেই কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করা। আর তা করতে চাইলে প্রয়োজন হবে কোয়ালিটি টিচিং, হ্যান্ডসাম স্যালারি।

আলোচনায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন অর রশীদ। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক নুরুল ইসলাম নাহিদ।

বক্তারা বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যয়কে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে অভিহিত করে শতভাগ উপবৃত্তি নিশ্চিতকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেন তারা।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির চিত্র তুলে ধরে মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ১১ ধরনের পদ্ধতি চালু আছে। এসব পদ্ধতির সমন্বয় করে দেশের সব শিশুর জন্য একই ধারা ও পদ্ধতিতে শিক্ষার সুযোগ এবং অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।